Community News

Bengali Association Of Greater Chicago

সমাজ সংবাদ

Volume 32 ,Issue 5
November 2007

দুর্গোৎসব -১৪১৪ সাল	1
Dance Drama ...	4
'কিশলয়ের' গানের আসর	4
Musical Mesmerism..	6
Drama Review ... Chor	7
Review ... Kaya	7
Review Tanushree Sankar	8
শুভমিতার সঙ্গে কিছুক্ষন	8
ছোটদের বাংলা ক্যাম্প	9
দেশের খবর	9
বাঙালীর কালিপূজা	10
রূপঙ্কর....	11
রঙিন পাখি ..	12
Clay Oven	12
Anuronon	13
Different Strokes	13
অনন্যা	13

President's Message

Dear Friends,

Heartiest Bijoya Greetings to all your families from the 2007 Committee! I am sure you enjoyed the Durga Puja celebrations this year. Since the dates of the actual Puja (per the Panjika) fell over the weekend this year, we felt especially blessed by Ma Durga to have been able to worship her on the prescibed puja dates. Perhaps because of this we had huge turnouts during the celebrations. The numbers peaked at 1400 on Saturday (Navami) evening. We take this opportunity to thank the numerous volunteers of our community, whose unstinting help in every area made the Puja days so successful and enjoyable. They include our Purohit Ramanuj Bhattacharya for flawlessly performing the ceremony, assisted by Subrotada and others, Achintyada, who helped secure the Puja venue and all those who officiated and executed different responsibilities. The list is just too long! Special thanks go out to our valued advertisers and sponsors whose generosity enabled us in staging the wonderful program. Kudos to the Banga Bhavan Exploratory Committee for their presentation and their effort for the last several months. Thanks to all our generous members who have already pledged over $ 240,000 for the Banga Bhavan project.

This year filled with joyous and successful activities is drawing to a close. We now look forward to the last scheduled event on our calendar, Kali Puja, which is going to be celebrated on 17th November at Bartlett High school. Our annual GBM will be held on that day, when we will elect our 2008 Committee. The meeting will also include a presentation on the Banga Bhavan project followed by a chance to vote on whether we should 'Go ahead with' this long range strategic initiative. The result is going to have a significant impact on our long term growth and evolution, so we urge you to attend the meeting and make your opinion count. We were especially fortunate to have our tremendously supportive members, encouraging and helping us in all our activities: the three Pujas, Naba Barsha day, Picnic, Bengali Summer Camp, Independence Day Parade, FIA Cultural function, Children's Day, Mahalaya, Library, the seven sports events, and the Banga Bhavan project. On behalf of our committee I would like to thank all those in our community, whose selfless effort was pivotal in the successful hosting of these events and activities. Personally, I would like to thank all my committee members for their dedicated time and effort they spent throughout this year to make all this happen. And wish all success to the Committee of 2008! Let us grow into a greater organization in size and character and be a model socio-cultural organization in America. Long live BAGC!

উল্লাসে ভরা, জন-জোয়ারে উপচে পড়া দুর্গোৎসব (১৪১৪) -অচিন্ত্য রায়

ফেলে আসা দিনগুলিতে মনে পড়ে আসন্ন দুর্গোৎসবের স্পষ্ট ইঙ্গিত পেতাম যখন আমাদের পরিচিত আগমনীর গানগুলো বেজে উঠত পাড়ার অলিতে-গলিতে; কখনও বা শিউলি ফুলের মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসত দমকা বাতাসে। এখানে শুধু তার আভাস পাই পথের দু'ধারে গাছের পাতাগুলোর রং পরিবর্ত্তনে- উজ্জ্বল রক্তিম পাতাগুলো কিছুটা মনে করিয়ে দেয় 'অলস গ্রীষ্ম' শেষ হয়ে এখন এসেছে 'কর্মমুখর' শরৎ ! আবেগময় বাঙ্গালীদের কাছে শরৎকালের দেবী দুর্গার আরাধনা শুধু আর একটা ধার্মিক ঘটনা নয়, এর সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্বও অনেক । তাই এই সেরা উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানগুলির জন্য শিকাগোর বাঙ্গালীরা প্রস্তুত হয় কোমর বেঁধে । পরিকল্পনা করা *(continued to pg5)*

Monika Ronti Ghosh
Financial Consultant
5 Revere Drive, Suite 400
Northbrook, IL 60062
Tel. (847) 498-7114
Fax (847) 272-8925
monika.ghosh@axa-advisors.com

- Insurance
- Wealth Preservation & Accumulation
- Financial Planning
- Retirement Planning
- Investments

AXA FINANCIAL PROTECTION

Be Life Confident

www.AXAonline.com

Securities and investment advisory services offered through AXA Advisors, LLC (NY, NY 212-314-4600), member NASD, SIPC. Annuity and insurance products offered through AXA Network, LLC and its subsidiaries. GE-30471(a) (11/04)

BAGC 2007 EXECUTIVE COMMITTEE

President
Shubham Sanyal / 847-359-4930

Vice President
Arup Biswas / 847-392-7480

Secretary
Alok Bhattacharya / 630-566-7798

Treasurer
S. Sriram / 630-355-0719

Cultural
Jasendu Chakraborty / 630-460-5537
Bitosh Sinha / 630-460-4995

Food
Pratik Chakraborty / 630-499-7588

Puja
Madhumita Banerjee / 630-654-1219
Shreerupa Dey / 847-571-2867

Newsletter
Devipriya Roy / 708-799-4772
Shaibal Talukder / 847-438-2923

Facilities
Basudeb Dey / 847-375-0516

Sports
Ranit Dhorchowdhury / 847-715-9108

Youth
Piyali Gangopadhyay / 630-690-6344

Website, Database & E-Mail
Rana Basu / 847-843-7238

Advertising & Sponsorships
Devshankar Hazra / 773-578-3800

Community Service
Mekhla Banerjee / 847-640-8092
Nirmalya Ghosh / 847-677-9884

Seminars
Asim Gangopadhyaya / 630-515-1390

Community Relations & Promotion
Indrani Mondal / 847-963-1704

Editors' desk

Shubha Bijoya and Happy Deepavali! Hope you all are doing great. While the hang over is not completely gone yet we are preparing another fun filled big festivity "Kali Puja". In the process we are kind of stretched to the power infinity. Only those who did it before and those who are doing it for this year, know how tough it is to organize these back to back big festivities. We are trying our best and hopefully this time as well you all will enjoy our Kali Pujo Bonanzas. In this issue we could not publish photographs covering all events of Durga Puja as they were not available at the time of publication, this is unintentional; my apologies to those who are hurt by this. I am saddened by our inability to publish any photograph of the beautiful kids presentation 'Rangin Pakhi..', my apologies to all of you. And guess what me and my co-editor are finally done. This will be the last issue from this team. Those who liked and encouraged our publications, our heartfelt gratitude to all of you. Thanks to my co-editor and Subham for being such a team player. And for those who disagree, good news for you as well—you do not need to put up with this any more. See you all at Kalipuja -

- Shaibal Talukder

বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাই সকল সদস্যকে-পূজা নিশ্চয় আনন্দে কেটেছে সকলেরই। না কেটে কি আর উপায় আছে ? এবার তো পূজার দিনগুলিতেই সবাই মিলে একসাথে ছিলাম- এলজিন স্কুলে মা'কে অঞ্জলি দিয়ে ভোগ খাওয়া থেকে গানবাজনা শোনা-দুশো মজায় সময় কাটিয়েছি সব্বাই। এবারের সমাজ সম্বাদ সেই আনন্দের দিনের রোমন্থনের স্বাদ ! সদস্যদের মধ্য হতে নানানজনের স্মৃতিতে ধরা দূর্গাপূজার দিনগুলির ছোট ছোট ছবি এঁকে তুলে ধরা হল এর পাতায় পাতায়! আশা করি আপনারা এ সংখ্যাটিকে নেড়েচেড়ে দেখে ফিরে যেতে পারবেন পূজোর দিনগুলিতে, নতুন করে মিলিয়ে নেবেন ভাল লাগার মূহুর্তগুলি নিজের স্মৃতির সাথে। সামনে আসছে শ্যামাপূজার দিন। এ পূজার মধুর কোমলরূপটি বাঙালীর একান্ত নিজস্ব- পূজার সেই বিশিষ্ট রূপটির বিকাশ কি ভাবে হল, সেই নিয়ে খানিক আলাপ আলোচনা এবং মায়ের স্তুতিও রইল এবারের সংখ্যার পাতায়। খুদে সদস্যদের লেখা আমাদের সকলেরই ভারি প্রিয়-তারাই তো এগিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের আগামীকে সার্থকতার দিকে! তাই তাদের কাছ হতে যা কিছু পাওয়া যায়, ঠাঁই দিতে চেষ্টা করি আমরা বরাবর। এবারেও তার অন্যথা করিনি। এছাড়া আপনাদের জ্ঞাতার্থে দেশের নানান খবর আর আগামী অনুষ্ঠানের বিবরণী তো রইলই ।

২০০৭ সনের গোড়ায় আমাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল সারা বছরের জন্য সমাজ সংবাদ সঞ্চালনার ভার। কাজটি সহজ ছিল না হয়তো ; এতবড় এক সদস্যগোষ্ঠীর সুখ দুঃখ আনন্দ উল্লাসকে কাগজে ধরে রাখা, তাঁদের সকলের সৃষ্টিশীলতার উচিৎ চিত্রণ করা-এ কাজ আমাদের পক্ষে গুরুভার হওয়ার আশঙ্কা ছিল, কিন্তু বৎসর শেষে ফিরে তাকিয়ে দেখছি কাজটি করে আমরা কেবল আনন্দের ফসল তুলেছি। এর কারণ অত্যন্ত সহজ-আমরা এ গোটা বছরটি একা পথ হাঁটিনি, আমাদের পাশে পাশে পথ হেঁটেছেন আপনারা সবাই। যখন যে বিষয়ে প্রয়োজন,অকুণ্ঠ সাহায্য করেছেন প্রত্যেকে আপনারা-সাহায্য চেয়ে পাইনি, এমন কখনও হয়নি, উপরন্তু পেয়েছি উৎসাহ, পরামর্শ ও নির্দেশনা। ভুল ত্রুটি যা কিছু করেছি, সহানুভুতিপূর্ণ মার্জনা পেয়েছি বারবার। আমাদের গোষ্ঠী যে কত সঙ্ঘবদ্ধ ও মার্জিতরুচি, আমাদের এই অভিজ্ঞতা তার প্রমাণ। বিগত বছরে 'সমাজ সংবাদ' যদি কিছু আনন্দ দিয়ে থাকে, তবে তার কৃতিত্ব সবটুকুই আপনাদের প্রাপ্য। স্থানাভাব ও সময়াভাবে আলাদা করে সকলের নাম লিখতে পেরে উঠছিনা- যাঁরা যাঁরা গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, স্মৃতিচারণ আলোচনা লিখে দিয়েছেন, খবর জোগাড় করে এনে সম্বাদস্তম্ভ তৈরী করে দিয়েছেন, (কারু কারুর কাছে আবার আব্দার করেছি একাধিক বার-কিন্তু কি আশ্চর্য ফেরান নি কখনও--ভুল করে ফেললে বকঝকাও করেননি এমন কি!), টু শব্দটি না করে ছবি এঁকে দিয়েছেন পাতায় পাতায়, ব্যস্ত জীবনের শতেক কাজের মাঝেও বারে বারে একটুও বিরক্ত না হয়ে প্রুফ দেখার মত একঘেঁয়ে কাজ করেছেন হাসিমুখে,-শুধু কৃতজ্ঞতা জানালে কি তাঁদের কাছে কর্তব্য ফুরায়! তবে একজনের কাছে সবার সামনে কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করাটা ভুল হবে, আমাদের শুভম সান্যাল, প্রত্যেকটি বিষয়ে, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তার সক্রিয় সহযোগ না থাকলে একটি সংখ্যাও বের হওয়া সম্ভব ছিল না।কালী পূজোর দিন আবার সবাই মিলব মায়ের পূজার আঙিনায়। সেই দিন নূতন একঝাঁক মুখ এগিয়ে এসে তুলে নেবে আমাদের হাত হতে আগামী বছরের জন্য সমাজের তল্পি বওয়ার ভার। তাঁদের সবার প্রতি আমাদের অনাবিল শুভেচ্ছা রইল আর রইল যেমন এ বছর আমরা পেলাম, তেমনি করেই সাহায্যের প্রতিশ্রুতি।

-দেবীপ্রিয়া রায়

Dance drama on the debate of knowledge-faith-love - Krishna Chakraborty

Despite the somewhat intimidating trilingual title, the above presentation on Saturday, October 20, was a treat for our eyes and ears. After watching this multi-splendoured extravaganza layered with eleven intricate numbers of music/dance/ recitation/drama in three languages, the audience was left with a sense of awe. However, the lack of a printed program describing the story and the names of participants in the overcrowded auditorium left a significant percentage of the audience feeling " I liked it, but didn't really get it" feeling. The story was about two close friends Aparajita (Apu, played by Samarpita Saha) and Amartya (Amu, played by Kanishka Chaudhuri) . Both had come to USA as students. Amu had gone back to India. Apu had stayed on in America. Meanwhile, 9/11 happened. After years of silence, Apu gets an email from Amu. 'কেমন আছিস'?In answer to this simple question, a big debate follows. They try to figure out the reason for the miserable state of the world. Could it be because of too much knowledge? Is faith in God the answer or does it lead to fundamentalism? Are we so busy with our own problems that we don't have time to understand others? Finally they agree that love and un-

derstanding between human beings is the only answer that can prevent conflict and bring peace in the world. 'সম্পূর্ণ হবে শান্তির সংজ্ঞা অনিবার্য্য হবে প্রেমের উচ্চারণ'। The above story was put together by the combined effort of 70 individuals (age range , 8-45) under the uniquely artistic direction of Indrani Mondal, who also doubled as Lights Lady. A team of highly talented choreographers (Tapasi Jarvis, Anindita Sen, Sulagna Gangvani, Rupa Chaudhuri, Aindrila Datta and newcomer Debdatta Ghosh), dancers and reciters presented one innovative number after another spanning across temporal, spatial and cultural boundaries. The poem দুঃসময় by Rabindranath Thakur was salsa-danced to the tune of percussion music by Bikram Ghosh . Sanchita Chaudhuri danced to her own rendition of a Hindi poem by Rekha Maitra. There was the popular song 'ধিকি ধিকি আগুন জ্বলে' by the Bangla Band MILES along with Indrani's poem. I personally loved the dance number "I hope you dance" and the song "Raunak Ishkse hai sari duniyaki" (love lights up the whole world) by

(continued to pg 12)

'কিশলয়ের' গানের আসর

-অঞ্জলি ভট্টাচার্য

শিকাগোর ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে অনেকেই আমাদের ছেলেমেয়েদের বাংলা শেখানোর দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেছেন। তবে এবারই প্রথম

বিএজিসির নেতৃত্বে কুড়িটি শিশুদের নিয়ে বাংলা ক্যাম্পের উদ্‌বোধন হ'ল। বাংলা অক্ষর পরিচয়, লেখা ও পড়া, কবিতা ও গল্প পাঠ ইত্যাদির সাথে সাথে বাংলা সাহিত্যের আর একটি দিকও এদের কাছে উন্মুক্ত করা হ'ল। সেই দিকটি হচ্ছে বাংলা গানের বিশাল সম্ভার। বাংলা ক্যাম্পের কিছু শিশু ও অন্যান্য আর কয়েকজন সদস্য নিয়ে যাত্রারম্ভ বাংলা গানের দলের, নাম 'কিশলয়'। কিশলয় দুর্গাপূজোর শেষ দিনে তিনটি গান গেয়ে আমাদের মনোরঞ্জন করলো। গান গুলি হ'ল দুটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের, 'আমরা নূতন যৌবনের দূত' ও 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে' এবং একটি সলিল চৌধুরীর সুরে, 'আয়রে ছুটে আয় পূজোর গন্ধ এসেছে'। অনুষ্ঠানের পরিবেশনা এতই সুন্দর হয়েছিল যে গায়ক-গায়িকারা সমবেত শ্রোতৃবৃন্দের প্রচুর প্রশংসা ও হাততালি কুড়িয়েছে। পরিষ্কার বাংলা উচ্চারণ ও সঠিক সুরের সমন্বয়ে গানগুলি ছিল শ্রুতিমধুর। জয়া ব্যানার্জীর গানের প্রশিক্ষণ খুবই প্রশংসনীয়। উপরন্তু এই শিশুদেরও উৎসাহ ও উদ্দীপনার শেষ ছিলনা। একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে এদেরই মধ্যে একজনের মাত্র পাঁচ-ছয় দিন আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রপোচার হওয়া সত্বেও সে অসুস্থ শরীরে এসে নিখুঁতভাবে গান তিনটি পরিবেশন করেছে।

আমরা সবাই কিশলয়ের ছাত্র ছাত্রীদের এই কৃতিত্বে অত্যন্ত গর্বিত।

(continued from page 1) হয় তিনদিনের পুজোটাকে আরও কত বেশী আনন্দময় করা যেতে পারে । এবার পুজোর দিনগুলি পঞ্জিকার অনুরূপ হওয়ায় সকলের উৎসাহ ও উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায় বহুল পরিমাণে; উপস্থিতি হয় রেকর্ড সংখ্যায় । প্রকৃতি দেবীর অনুকম্পায় দিনগুলিও ছিল অত্যন্ত মনোরম । স্থানীয় ছাড়াও নিকটবর্ত্তী ভিন্ন প্রদেশের বহু বাসিন্দারাও এসেছিলেন পুজো দেখতে । আমরা সচরাচর যেই হাইস্কুলে উৎসবের আয়োজন করি, দুর্ভাগ্যবশতঃ তা না পাওয়ায় অপেক্ষাকৃত ছোট স্কুল 'এলজিন হাই স্কুলে'র দ্বারস্থ হই । এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বর্তমান কমিটির প্রেসিডেন্ট ও অন্যান্য সদস্যরা বহু চেষ্টা করেও বড় জায়গার সন্ধান পাননি । স্বভাবতই স্থানাভাব সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ।কল্পনাতীত ভীড়েও ভারপ্রাপ্ত কর্মীরা কিন্তু অধৈর্য্য হয়ে পড়েননি, নিজেদের কাজ সুষ্ঠুভাবে করেছিলেন সারাক্ষণ । কোষাধক্ষ্য শ্রীরামকে সাধুবাদ জানাই এবং সেই সাথে রেজিস্ট্রেশনে যাঁরা সাহায্য করেছিলেন তাঁদেরও, যেমন কৃষ্ণাদি, রাণা, সনাতন, সঞ্জিতদা ও আরও অনেককে। প্রশংসা জানাই উপস্থিত ব্যক্তিবর্গদেরও, যাঁরা রেজিস্ট্রেশন বা খাওয়ার সারিতে অপেক্ষা করার সময় তুলনাহীন ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়েছিলেন । কোনরকম বিশৃংখলা দেখা যায়নি এক মুহুর্তের জন্যও ।

মাঝে মাঝে আমরা ভুলে যাই উৎসবের প্রধান অঙ্গ 'পুজো' । এবারে সেই অঙ্গটিতে, পুরোহিত রামানুজের পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পুজো করা স্পষ্টভাবে অঞ্জলি ও প্রণাম মন্ত্র পড়া ও তার সবিশেষ বর্ণনা করা সকলের প্রশংসা অর্জন করে । যথারীতি সুব্রতদা ওঁর সাথে সারাক্ষণ থেকে সাহায্য করেন ও সহজ করে দেন অনেককিছু । স্থানাভাব ছিল সর্ব্বত্র । তা সত্ত্বেও পুজোর জোগাড়, প্রসাদ তৈরী ও বিতরণ, ভক্তদের বসার জায়গা সবই ঠিক আগের মতনই হয়েছিল । সচিবদ্বয় মলি ও শ্রীরূপাকে অন্যান্যদের সঙ্গে সাহায্য করেন মণীষা, সোমা(সান্যাল) ও পৌলমী । বলা বাহুল্য ওঁদের কৃতিত্ব অনেক । প্রতিমার সাজসজ্জার দায়িত্বে ছিলেন সুমিত রায়। এ কাজে তাঁর সুখ্যাতি সর্ব্বজনবিদিত । এবারেও তিনি কাউকে নিরাশ করেননি ।

খাদ্যসচিব প্রতীক অষ্টমীর দিন (শুক্রবার) রাত্রে খাবার পরিবেশনের নতুন পদ্ধতি (বুফে) অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ব্যবস্থাটিকে ত্বরান্বিত করা । দুঃখের বিষয় সেটা কার্য্যকরী হয়নি । যাঁরা প্রথমে খাবার নিতে যান, তাঁদের মধ্যে অনেকেই অহেতুক খাবার অপচয় করেন, ফলতঃ পরে পর্যাপ্ত খাবার না

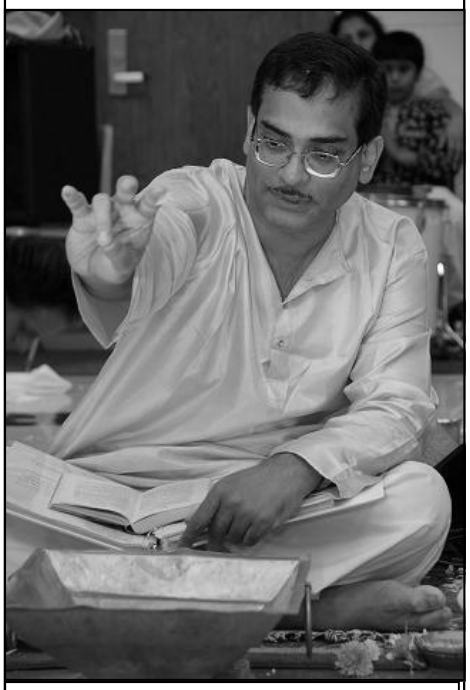

(পুরোহিত রামানুজ পুজোয়..)

থাকায় অন্যরা বেশ অখুশী হন ও কর্মকর্তাদের কাছে অভিযোগ জানান । নবমীর দিন (শনিবার) পুরোন ব্যবস্থা ফিরে আসায় কোন অঘটন ঘটেনি; শুধু লোক গণনার আন্দাজ কম হওয়ায় লাঞ্চে প্রথমদিকে খিচুড়ির মাত্রা কম পড়ে যায় । অবশ্য কিছু সময় পরেই সেটা পূরণ করা হয়েছিল এবং সেই কারণে কারুর আর কোন অভিযোগ থাকেনি । 'ওস্তাদের মার শেষ রাতে' প্রবাদটি যথার্থ করেন প্রতীক । দশমীর দিন (রবিবার) লাঞ্চে প্রতিটি পদ ছিল মনের মতন, বিশেষ করে মাছের মাথা দিয়ে মুগের ডাল । অপূর্ব রান্নার স্বাদ সকলকে শুধু খুশীই করেনি, চমৎকৃত করেছিল। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর ডিনারে ছিল রায়তার সঙ্গে বিরিয়ানী । এই **"pleasant surprise"** টা পেয়ে সকলে খুশী মনে বাড়ী ফেরেন । আশাকরি এই নতুন ব্যাপারটি আগামী বছরেও বহাল থাকবে ।

পূজার সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলির মাঝে সন্দীপ, অনিন্দ্য ও অমিতাভদা 'বঙ্গভবন' সম্বন্ধে তাঁদের প্রতিবেদন পেশ করেন । সন্দীপের ঘোষণায় কমিটির কাছে সদস্যদের পক্ষ হতে **$ 200,000 pledge** এসেছে জানতে পেরে জোর করতালি দিয়ে সদস্যরা তাঁদের খুশী প্রকাশ করেন । পরে কৃষ্ণাদি ও বিক্রম স্টেজে এসে সবাইকে এই **'Pledge Drive'** এ যোগদান করতে অনুরোধ করেন ।

পরিশেষে, কিছুটা প্রতিকূল অবস্থাতেও এই উৎসবটিকে সম্পূর্ণ সফল ও আনন্দময় করে তোলার জন্য প্রেসিডেন্ট শুভম্ সান্যাল ও তার কমিটির প্রত্যেক সদস্যকে আমাদের সমাজের তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই ।

Musical Mesmerism : Year-End Fitting Finale!

..and after the Durga Puja 3-day cultural feast, when you think you have seen it all, you find there is still more to come at the Kali Puja Cultural evening. The Cultural celebration is split in two, each half a professional treat in itself, with a sumptuous dinner in between. In the first, ascend '***Sopan***', the stairway to Heaven, as you journey on a musical voyage steered by ***Arindam*** and ***Rajesh***,… from Lalan Fakir's B*aul* to *Bhatiyali* and *Bihu* from Bengali folk, to modern 'Fusion', to their own original compositions. After your hearty meal, get set to tap your feet and catch the breeze, as you listen to the awesome musical magic of ***Shamit***, one of the Top Five contestants of Sony TV's ***Fame Gurukul,*** arriving for the first time in Chicago !

In ***'Sopan'*** the Musical Voyage, the helmsmen are Arindam and Rajesh, formerly members of the famous Bengali band '***Chandra bindoo***'. They moved to USA to pursue their respective careers but have now 'come together' to charm us with their spectrum of spectacular music.

Arindam, singer and keyboard artist of 'Chandrabindoo' for 5 years, left the band to pursue his PhD in Geological Engineering at the University of Missouri. He has 3 albums to his credit, *Chandra bindoo's* '*Twaker Jatno Nin*', '*Gadha*' and '*Ar Jani Na'.* An exceptionally talented songwriter, composer and performer, Arindam has appeared on TV and radio several times, including ZEE TV's 'Sa Re Ga Ma' special show. He has composed music for renowned director Bratya Basu's theatre group *Ganakrishti*. He started performing in USA from 2005 with a mixed bag of Bengali folk, 'baul', rock, and modern songs.

Rajesh, began learning tabla at the age of six, and went on to play conga, tumba, harmonica and guitar. Born and raised in a musical family, his musical interests encompass a wide variety of styles. In

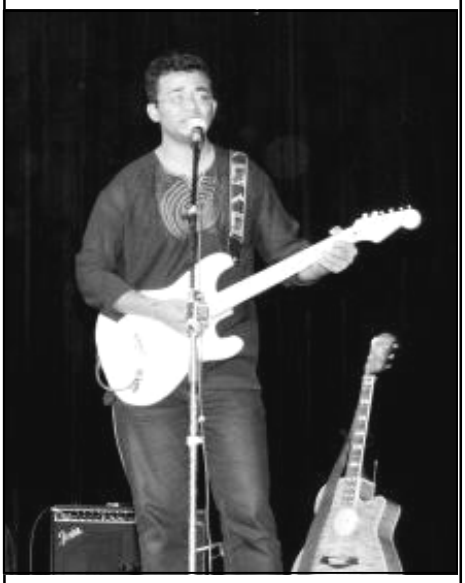

1993 Rajesh and his schoolmate Pritam (now a leading music director in Bollywood) teamed up to produce the album '*Jotugriher Pakhi*', released by Symphony music. Apart from numerous TV appearances, music videos and jingles, Rajesh has played guitar for the famous instrumental band 'Spectrum' in New Delhi for 8 years. He has enthralled audiences since October 2003 by his creative and lilting compositions, linking subtle Indian rhythms and Indian raagas with elements of modern rock and blues.

In the '***Musical Magic'*** after the dinner listen to ***Shamit,*** the talented, accomplished young singer, who reached international fame through Sony TV's first reality music show ***Fame Gurukul.*** After being one of the Top Five contestants at ***Fame Gurukul*** and First Runner-up at Sony TV's ***Dus Ke Dus Le Gaye Dil***, he became a star worldwide. He draws huge crowd wherever he goes, be it Delhi or Dhaka. His fans are in the age group of 8 to 80, to whom he is more than an icon.

Shamit, trained himself in Hindustani classical for 15 years, from Shri Haridutt Sharma and Shri Anant Vaidyanathan. He is now learning from Shri Satyanarayan Mishra. Apart from Hindustani Classical, Shamit also learnt Western Classical for a while from Mr. Hurchul Young at the Delhi School of Music. He is a complete performer, who sways the crowd through his tunes and foot tapping numbers. Currently based out of Mumbai, Shamit does stage shows across India and abroad. His recent performances include more than 40,000 people audience at the Indira Gandhi Stadium(Delhi), Delhi Medical College music festival, at Chandigarh, Kolkata, Murshidabad, Mumbai, Bangladesh and now for the first time… in Chicago !

Review of the play "CHOR"

Part of the prime-time cultural program on Saturday evening of the Durga Puja festivities was the presentation of the play "Chor" by our BAGC. The play is written by the well-known playwright Manoj Mitra's and was directed by our member Souvik Dutta. Like many of Manoj Mitra's plays, it is a "message play" which is also a comedy. These are the most difficult ones to stage, for it is very hard to convey the message while making the audience laugh. Very few plays can accomplish such a feat. It either becomes a senseless comedy or it becomes a message play without much humor. This play also was not very funny—I counted perhaps a couple of times when the audience laughed vocally. Yet when I got informal feedback from a couple of people who watched the play till the end, they both thought it was fine.

Souvik, as everyone knows, is an accomplished actor and has directed several plays before. So my expectations were perhaps a bit too high that I would be able to see a good play. Not that I did not enjoy the play but something was missing! And I believe, the problem lies not with the actors and director of the play but rather with the play itself.

The play was well directed and the actors acted well, albeit with some traces of overacting in a few cases. The set and costumes were well thought out and presented well. The props could be better such as the spear which looked more like an oversized arrow. This is, of course, a small thing but shows the attention to details.

I need to make one other point. Because of the desire to be in line for dinner, most of the audience left well before the end of the program. By the end of the play, I counted only 70-80 persons left in the auditorium out of the 1300 or so who were present at the Puja. This is unfortunate since putting on a play takes a lot of effort and time on the part of the actors. I would urge our organizers to consider this aspect while setting schedules in the future.

– Debanshu Bhattacharya

Kaya – The Bangla Band

Three days of grand celebration at the Bengali Association of Greater Chicago's 2007 Durga Puja ended with a bang featuring a performance from 'KAYA,' a newly formed 'Folk Band' from Kolkata.

The first two days of puja's cultural celebration were filled with tempo-building and mind-blowing performances (I've been watching too much Sa Re Ga Ma on Zee-TV). Naturally, anyone who followed up such a grand display of talent and entertainment would have to perform a show of equal or greater caliber. And 'KAYA' certainly delivered!

Their musical talent, team work and song selections kept an energetic pace and pleased most everyone in the audience, old and new generations alike. Few of their selections: Ek Poshla Brishti, Sha Na Na, Jigicha Gichang, and the hindi–bangla combination of Ratey Vigi Vigi–Prithivi brought crowd to their feet.

This is the first time in the history of BAGC I saw the audience dancing in the front of the auditorium. That alone indicates the popularity and success of this new cultural trend that is sweeping Bengal and rest of India today. Their carefully selected medley of songs from Bengal's golden era of the 70's brought a feeling of nostalgia and took me back to my years of listening 'Anurodher Asore' on a Robibar dupur bela. I was especially touched by the beautiful rendition of 'Tak Doom-Tak Doom Bajey' punched in with 'Durga Maai Ki Joy' that brought the celebratory sensation of puja to a climax.

I also had the privilege to meet this group off the stage at friends' houses and found them to be very friendly, down-to-earth and respectful. At these get-togethers, they happily gave us an encore performance and they were just as wonderful. In these homely environments, I could truly feel just how talented this group really is. Any music lover would be able to see that this group will continue to be very successful in years to come.

Let me introduce the band members: Pulak (Key board and vocal), Archan (vocal), Arindam (bass guitar), Raju (lead guitar), Subir (flute) and Bubai (percussion and acoustic drums).

I wish them a very bright future!

- Papri Chaterjee

Innovative Dance Performance

Tanusree Shankar Dance Company performed for a packed audience on Friday, October 19, inaugurating the cultural programs for BAGC Durga Puja 2007. This was their concluding weekend in the U.S., after touring with the Margaret Jenkins Dance Company of San Francisco. Durga Puja was a poignant ending for a dance company away from its home, Kolkata, for the past two months.

Most of us have previously seen Tanusree's choreography in Uday Shankar's style, set to Ananda Shankar's music. This time around, we saw some innovations to her creative dances, perhaps incorporated after working closely with a modern dance company. For the first time, we saw partnering and lifts, where the male dancers assisted the female dancers with jumps and leaps. This gives the appearance of time standing still while the dancers are airborne.

Another enhancement Tanusree made was the use of a choreographic tool known as canon, where dancer move in succession. For those of you familiar with western musical terminology, the form is called in the round, just as we sing Row, Row, Row Your Boat.

In the dance Night Sky, the costumes played an integral part in the choreography. The women wearing white and silver, glistened like bright stars, while the men dressed in black with a shawl draped under their arms added mystery every time they ran across the stage. With sweeping movements they could cover the stars with darkness.

Some of the other dances that intrigued us, had music by composers Taufiq Qureshi, and Amaan and Ayaan Ali Khan, as well as vocal pieces by traditional Bengali singers. Dhin Tak Kur was performed by the two male dancers and was so vivacious, that their energy resonated though out the auditorium even after the dance ended. The concluding piece, an excerpt from Chiranutan, was impressive with dance, music, and poetry flowing seamlessly together conveying an universal message of triumphant love.

Tanusree Shankar Dance Company toured in the U.S. with a modern dance company and received rave reviews from a western dance audience. Perhaps our audience of hundreds of Bengalis gave them a sense of the Durga Puja festivities they longed for back home in Kolkata. They sure gave us a taste of Bengali culture which made our celebration a memorable one.

- Tapashi Jarvis

শুভমিতার সঙ্গে কিছুক্ষন

- শর্মিলা বসু

শিকাগো-র দুর্গাপূজোর শুক্রবারের সন্ধ্যায় শুভমিতা এসেছিলেন গান শোনাতে । অনুষ্ঠান শুরুর আগে খানিকক্ষন ওনার সাথে কথা হলো । খুবই ভালো লাগল ওনার সঙ্গে সেই সন্ধ্যার আলাপ।

বর্তমানে কলকাতায় বসবাস করলেও শুভমিতা বড় হয়েছেন উত্তর বঙ্গে । আমেরিকার অনেক শহরে অনুষ্ঠান করে উনি ও ওনার যন্ত্রানুসঙ্গীরা খুব আনন্দিত এই কারণে যে সকলেই 'শুভমিতার' গান শুনতে খুব উৎসুক । শিকাগোতে এসে এখানকার বাঙালীদের দীর্ঘদিন বিদেশে থাকা সত্ত্বেও দেশের মাটির প্রতি টান দেখে তাঁর ভীষণ ভালো লেগেছে । কথাপ্রসঙ্গে জানালেন, যে নিজের এ্যলবামের গান করেন উনি , কোনো রিমেক গান করতে পছন্দ করেননা।

দুর্গা অষ্টমীর সন্ধ্যায় শুভমিতা সুরে, তালে, ছন্দে মহাষ্টমির সন্ধ্যায় শুভমিতার অনুষ্ঠান অনবদ্য । পনেরটি গান ওনার গলায় শুনেও মনে হচ্ছিল আরও অনেকক্ষণ যেন উনি আমাদের গান শোনান । প্রথমে একটি দুর্গাস্তোত্র দিয়ে শুরু করলেন- স্তোত্রটির শেষে 'জয় নারায়ণী নমস্তুতে'-র সঙ্গে সঙ্গেই ধরলেন 'ওহে সুন্দর মম গৃহে আজি' - অপূর্ব গায়নভঙ্গিমা , প্রত্যেকটি গানই গাইলেন সাবলীল ভাবে । 'বৃষ্টি' নিয়ে কয়েকটা গান করলেন , রূপঙ্করের কম্পোজিশানে 'বৃষ্টি বহুদুরে বৃষ্টি শহরে' নিখুঁত সুরে বাঁধা । এবছরের পূজোর একটি গান ও করলেন 'সাগরিকা' থেকে 'ভুবনমাঝি' - গানটিতে মাটির গন্ধ পাওয়া যায় :- ভুবন মাঝি তোমার মতো একটি জীবন দাও - শুনলেই গায়ে শিহরণ জাগছিল । একটি রাগপ্রধান সঙ্গীত ছিল , গানটির মধ্যে বিস্তার অসাধারণ । অষ্টম ও দশম গানদুটি 'বৃষ্টি পায়ে পায়ে' এ্যলবাম থেকে । নবম গানটি ছিল রবীন্দ্রনাথের গান, গানটি গাওয়ার সময় সবাইকে আহ্বান করলেন সাথে গাইবার জন্য - খুব সুন্দর লাগছিল শুনতে যখন সবাই মিলে গানটি করছিলেন । মাঝ খাম্বজের ছায়া থেকে 'মা' কে আশ্রয় করে ঠুংরি অপূর্ব । 'মনের হদিশ' এ্যলবাম থেকে 'বল বল সুখ বল' অসাধরণ গেয়েছেন । অনুষ্ঠানের সমাপ্তির মধ্যে নতুনত্ব পাওয়া যায় । রবীন্দ্রনাথের 'আগুনের পরশমনি' দিয়ে শেষ করে গাইলেন 'আমি আসব ফিরে আসব , আবার আসব ফিরে' , আমরা সকলে নিশ্চয় চাইব উনি আবার আসুন আমাদের কাছে গান শোনাতে । ওনার সহযোগী যাঁরা ছিলেন সৈকত ধর , সঞ্জয় দাস , রতন চৌধুরি ও পার্থ ব্যানার্জী --তাঁরাও অসাধারণ বাজিয়েছেন । এককথায় সেদিনের সন্ধ্যায় শুভমিতা সবার মনে তৃপ্তি দিয়েছেন গান শুনিয়ে ।

দেশের খবর

শেষ পর্যন্ত বোধহয় মা দূর্গাই উদ্ধার করলেন-- যে হারে উপুরঝুপুর বৃষ্টি পড়ছিল, লোকের মনে ভয়ের শেষ ছিল না-এই বুঝি যায় বচ্ছরকার পূজো পন্ড হয়ে, কিন্তু ভয় ভাবনা দূর করে দিব্যি ধুমধাম করে পূজোর দিনগুলি কেটে গেল। পাড়ায় পাড়ায় নতুন আঙ্গিকের মন্ডপ, মন্ডপে মন্ডপে নানান ভাবে কল্পিত মায়ের প্রতিমা-- পথেঘাটে সকাল হতে রাত্রি ঠাকুর দেখার দমবন্ধকরা ভিড়, সাজগোজ, খাওয়াদাওয়া - কিছুরই কোন ঘাটতি পড়েনি।

জাঁকজমক হয়নি, তবু অভিনব মনে হচ্ছে-এমন কয়েকটি পূজার খবর জানাই। বীরভুমের ময়ূরেশ্বর থানার মল্লারপুরের স্বনির্ভর গোষ্ঠি 'নঈসুভা'র পূজার মন্ডপে অসুরের জায়গায় রয়েছে সুদখোর মহাজনের ছবি, হাতে তার তলোয়ারের জায়গায় ধরা ঋণের কাগজ। মায়ের হাতেও নেই চিরচেনা অস্ত্রের সম্ভার-তিনি ধরে আছেন অশিক্ষা, অজ্ঞান,দারিদ্র দূর করার সরঞ্জাম-পূজোয় বাজছে না ঢাক ঢোল, ফুল নৈবেদ্যের জায়গায় গ্রামবাসীরা জাতি মত নির্ব্বিশেষে হাত জোড় করে জানিয়ে যাচ্ছেন নিজের নিজের আর্জি মায়ের কাছে-এই তাঁদের কাছে মায়ের পূজা। সম্পূর্ণ অস্ত্রবিহীন মাধূর্যে ভরা আরেকটি পূজার বিবরণ পাওয়া গেল বনগাঁয়ের ধর পরিবারের কাছে। পারিবারিক পূজা - তাঁদের-পূর্বপুরুষ স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে দ্বিভুজা মাতৃমূর্তির পূজা আরম্ভ করেন-অস্ত্র নেই, অসুর নেই, নেই এমন কি মায়ের ছেলে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়। গণেশ জননী মা-লক্ষ্মী সরস্বতী দুই মেয়েকে পাশে নিয়ে পূজা নেন-অষ্টমীতে সাথে থাকেন কালী-তিনিও তো আসলে মাতৃহৃদয়ের মাধুর্যেরই রূপ। মাতৃশক্তি অগ্রণী হয়ে দূষণমুক্ত পূজা করছেন আসামের গুয়াহাটি অঞ্চলে-বর্ষাপাড়ায় প্রমীলাদের নেতৃত্বে প্লাস্টিক বা বর্জ্য পদার্থ ব্যবহার না করে পূজা হয়েছে। ফাটাশিল, গণেশগুড়ি-ছোট ছোট পাড়া-সন্ত্রাসবাদীদের ভ্রুকুটি, আক্রমণ অগ্রাহ্য করে বাঙালী, অসমিয়া,হিন্দিভাষী হাজারে হাজারে মানুষ একত্র হয়ে পূজা দিয়ে ভোগ খেয়েছেন সেখানে। সর্ব্ব শেষ খবরটি উত্তরপ্রদেশ থেকে - ভদোহির মুসলমান বাসিন্দা মহম্মদ ইকবাল খান দূর্গা পূজা করেন। আজ থেকে নয়, গত ২৮ বছর ধরে তিনি এ পূজা করে আসছেন। আজ কয়েক বছর হল ক্যালেন্ডারে রমজানের দিনক্ষণও এই সময় আসছে। কঠিন উপবাসের মাস-তাতে কি? ইকবাল নিষ্ঠাসহকারে রমজানের রোজা পালন করে পাঁচবার নমাজ পড়েন-তারপর শ্রদ্ধার সাথে দূর্গাপূজার ব্যবস্থা য় লেগে থাকেন- সঙ্গে থাকেন তাঁর বন্ধু ঘনশ্যামদাস কপুর। নবরাত্রি উপলক্ষ্যে 'রামলীলা'রও আয়োজন করেন তাঁরা। চারদিকে সাম্প্রদায়িক হানাহানি, মসজিদে মসজিদে বিস্ফোরণের মাঝে এ এক খবর বৈকি!

পূজার খবর বলতে গিয়ে আরেকটি কথা মনে পড়ল। 'জয় দূর্গা মাই কি' বলে নদীর জলে প্রতিমা ভাসানের দিন বোধহয় শেষ হয়ে এল-অন্ততঃ কোলকাতা করপোরেশন সেই চেষ্টায় রয়েছেন। কারণ আর কিছুই নয়-গঙ্গার দূষণ রোধ-আপাততঃ ব্যবস্থা হচ্ছে প্রতিমা জলে ফেলেই জাল ফেলে কাঠামো তুলে ফেলার।ভবিষ্যতে যে আমেরিকাবাসীদের মত বেসমেন্ট-নাহোক, কোন ঠাকুর দালানে আগামী বছরের আশায় প্রতিমা তুলে রাখা হবে না-কে বলতে পারে? তবে তাহলে কুমোরটুলির শিল্পীদের কি হবে আর প্রতিমা গড়ার নিত্য নতুন কল্পনারই বা কোন দশা দাঁড়াবে? চিন্তার কথা বটে!!

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধনীর মসনদ আবারও এক ভারতীয়ের দখলে-তবে তিনি লক্ষ্মী মিত্তল নন, তাঁর নাম মুকেশ অম্বানী-পিছনে পড়ে রইলেন মেক্সিকোর কার্লোস স্লিম ও কিম্বদন্তী ধনী বিল গেটস্। মুকেশের সম্পদের মূল্য এখন ৬,৩২০ কোটি ডলার।

মানব সম্প্রীতির চমকে দেওয়া খবর এল এভারেস্টের শীর্ষ হতে-'লাভ হোপ স্ট্রেংথ ফাউন্ডেশন' নামক এন জি ও র চল্লিশ জন সদস্য-তাঁদের মধ্যে আছেন গায়ক গায়িকা, পর্বতারোহী, শিল্পী, ইঞ্জিনিয়ার-সবাই মিলে আয়োজন করেছেন 'এভারেস্ট রকস' ব্যান্ডের-৮৮৪৮মিটার উঁচু শৃঙ্গে তাঁরা পর্বতারোহণ, প্রযুক্তি ও গানের মধ্য দিয়ে নানান দেশের মানুষের মিলনমেলা গড়ে তুলছেন।

বাংলাদেশী লেখিকা মনিকা আলির বুকার পুরস্কারের জন্য মনোনীত উপন্যাস 'ব্রিক লেন' নিয়ে ছবি তৈরী করেছেন সারা গ্যাভরন। সজীব কোমল বাংলাদেশের মাটি হতে শিকড় উপড়ে বিদেশে ঘর বাঁধা মেয়ে নাজনিনের একঘেয়েমি আর একাকিত্ব ও পথ খোঁজার গল্প এটি-অভিনয় করেছেন এপার বাংলার তন্নিষ্ঠা চট্টোপাধ্যায়। ছবিটি লন্ডন চলচ্চিত্র উৎসবে স্ট্যান্ডিং ওভেশন পেয়েছে।

কলকাতার কিশোর শিল্পী অনীক ধর 'সঙ্গীতের প্রথম বিশ্বযুদ্ধে'জয়ীর শিরোপা পেল-৩ কোটি ৬৫লাখ ৮৯ হাজার ১৩৪টি ভোটে টি ভি র 'সারেগামাপা' চ্যালেঞ্জ জিতে নিয়ে । চটুল থেকে রোম্যান্টিক-সব রকম গানে তার স্বাভাবিক দক্ষতা, মাদক কণ্ঠস্বর আর মজাদার হাবভাবে অনীককে একে দিয়েছে এই বিজয়ীর সম্মান।

প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী পরিতোষ সেন ৮৮ বছর পূর্ণ করলেন। প্রথম জীবনে তিনি পিকাসোর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। তার প্রভাবে পোস্ট ইম্প্রেসনিজম্, কিউবিমজম্ ও স্বদেশী লৌকিকতাকে মিলিয়ে সমাজ এবং বাস্তবচেতনার ছবি এঁকেছেন তিনি দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে। এই উপলক্ষ্যে গ্যালারি ৮৮ তাঁর ৮৮ টি ছবির এক প্রদর্শনীর আয়োজন করে তাঁকে সম্মানিত করলেন।

১৬ই অক্টোবর ভোরে চলে গেলেন সুরকার ও শিল্পী মীরা দেববর্মন-প্রবাদ প্রতিম সঙ্গীতকার শচীন কর্তার গৃহিণী, প্রেরণা, গীত স্রষ্টা। গানের জগতে আরেক পথিকৃৎ রাহুল দেববর্মনের তিনি ছিলেন জননী। তাঁর মৃত্যুতে বাংলা সঙ্গীত জগতে একটি যুগের অবসান ঘটল।

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের চতুর্দ্দশ সঙ্ঘগুরু স্বামী গহনান্দের তিরোধান হল গত ৪ঠা নভেম্বর। নিরুচ্চার নিষ্ঠায়, অক্লান্ত পরিশ্রম, সর্বসাধারণের জন্য সীমাহীন ভালবাসায় সঙ্ঘপরিচালনা করেছেন এই দুর্লভ সংগঠক। পরোপকার ও বৈরাগ্যের মূর্ত প্রতিমূর্তি এই সাধকের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জানাই।

সবশেষে ক্রিকেট---দলে এসেছেন সৌরভ --তবে অধিনায়ক আর নন তিনি। অধিনায়কের পদে বসলেন অনিল কুম্বলে।

সব্বাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে খবরের ঝুলি বন্ধ হল---

বাঙালীর কালিপূজা

- দেবীপ্রিয়া রায়

'শ্যামা মা কি আমার কালো রে ? কালো রূপে দিগম্বরী হৃদিপদ্ম করেছে আলো রে--'

এই গানের সুরে বুকের রক্ত নেচে ওঠে না-এমন বাঙালী কে আছে? বাঙলা দেশের মানুষ শ্যামাকে ভালবাসে জননীরূপে, কন্যারূপে--শক্তিরূপিণী শ্যামার পূজা বাঙালীর অন্তরের জিনিষ। সকলে যাঁকে বলে ভয়ংকরী, দিগম্বরী - যাঁর লোলজিহ্বা করাল মূর্তি নিখিল ভক্তজনের মনে ভয়মিশ্রিত ভক্তির উদ্দাম উচ্ছাস জাগায়, বাঙালীর সাথে তাঁর সম্পর্ক অবিমিশ্র মধুর। বাঙলার মাটিতে শ্যামা কন্যারূপে সাধক রামপ্রসাদের ঘরের বেড়া বেঁধে দিয়ে যান, আহ্লাদে শাঁখা পরে পুকুরের জল হতে নিটোল কালো হাতটি দেখিয়ে খেলা করেন, কখনও বা মাতৃরূপে দুষ্টুছেলে সাধক বামাক্ষ্যাপার অভিযোগে অস্থির হয়ে তাঁকে চড় মেরে শাসন করেন, আবার সেই ছেলেরই অভিমানের মান রাখতে নিজের মন্দিরে বিনামেঘে বজ্রপাত করেন। দক্ষিণেশ্বরের প্রাঙ্গনে আরেক ছেলে রামকৃষ্ণের সাথে তাঁর নিত্য আলাপ,সাধকমনের সংশয় দূর করেন স্নেহে আদরে, আবার সে ছেলের কাছে আসতে গিয়ে কচি বৌ সারদামণি যখন পথ হাঁটার কষ্টে জ্বরে পড়েন একা, তখন তেপান্তরের মাঠের মাঝে সখি সেজে সেবা করেন স্বয়ং মা কালী। বাঙলার মাটিতে ছড়িয়ে রয়েছে নানান সাধকের সাধনপীঠ এবং মায়ের সাথে তাঁদের লীলাখেলার এমনি কত না ইতিহাস।

তবে শ্যামাপূজার প্রথম প্রচলন বাঙলার মাটিতে হয়েছিল কিনা বলা কঠিন। পন্ডিতেরা বলেন, এ পূজা তন্ত্রশাস্ত্রসম্মত পূজা। তন্ত্র কথাটির উদ্ভব 'তন্' হতে, যা ত্রাণ করে। তন্ত্র ও বেদ স্মরণাতীত কাল হতে সমান্তরাল ভাবে আমাদের দেশে অনুসৃত হয়ে এসেছে, যদিও এদের মাঝে বিরোধ ছিল না, বরং বেদে বর্ণিত রাত্রিসূক্ত-যেখানে দেবি নিজেকে ওঁকারময়ী সর্বব্যাপিনী ভুবনেশ্বরী ব্যাখ্যা করেছেন-তার থেকেই কালীর উদ্ভব বলে অনেকে বিশ্বাস করেন। শোনা যায় প্রথম কালী পূজা করেছিলেন ঋষি দূর্বাসা। তারপর অন্যান্য অনেক ঋষি

এমন কি স্বয়ং অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্যের মাতৃউপাসনা করার কথা শোনা যায়। বাঙলা দেশে কালি অথবা শক্তিপূজার প্রচলনের সঠিক দিনক্ষণ জানা যায়না। বাঙালীর ঘরে ঘরে মাতৃপূজা হতনা তা নয়, তবে সে পূজার আরাধ্যা ছিলেন চন্ডীমঙ্গলের ভবানী,- একেবারে চেনাশুনা বাঙালী মা-দরিদ্রের গৃহিণী, ভাঙড় পাগলা স্বামীর নানান জ্বালায় অস্থির, আবার সন্তানের জন্য স্নেহে মমতায় ভরপুর। গৃহস্থের বধূরা ঘরের কোণটিতে লক্ষ্মী ঠাকরুণের মতই তাঁরও উদ্দেশ্যে ব্রত করে, বর চেয়ে নিতেন, 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।' সে মূর্তি বা তাঁর পূজার সাথে ঘোর কৃষ্ণবর্ণা নগ্নিকা মুন্ডমালাধারিণি জ্যোতিস্বরূপা চিরন্তনী কালিকার পূজার মিল সামান্যই । মধ্যযুগে দেখতে পাই স্বয়ং নিত্যানন্দ মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যের আদেশে খড়দহে শ্যামসুন্দরের পাশে ত্রিপুরাসুন্দরীর পট বসান। অর্থাৎ শ্যাম ও শ্যামা তখন একই সাথে বাংলার মাটিতে পূজা পেতে থাকেন, তবে সাধারণ মানুষের কাছে মধ্যযুগে শ্যামের আদরই বোধ হয় বেশী ছিল। শক্তিপূজা তখন করতেন কাপালিক বা বীরাচারী সম্প্রদায়। কিন্তু সে বামাচার পদ্ধতির পূজা- সর্ব্বসাধারণের জন্য সে পূজা অতি কঠিন তো বটেই, সম্মতও ছিল না।

সাধারণের মাঝে শ্যামাপূজার প্রচার হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি -হিন্দুকুলতিলক মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তখন রয়েছেন নবদ্বীপের সিংহাসনে। দীর্ঘদিন যবনশাসনে ও সাধারন জনের অজ্ঞতা ও অবহেলায় হিন্দুধর্ম তখন শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। সেই হৃতশক্তি ধর্মের ভিত্তি নবীন নির্মাণ ব্রতে নিযুক্ত করেছেন নিজেকে তিনি । শক্তিপূজায় তাঁর প্রগাঢ় অনুরক্তি -তাই বাঙালীর ঘরে ঘরে তিনি তাঁর আরাধ্যা দেবীর পূজার প্রচলন চান। এই উদ্দেশ্যে তিনি আদেশ জারি করলেন যে তাঁর রাজত্বে প্রতিটি ঘরে ঘরে শ্রী শ্রী কালীমায়ের পূজা করতে হবে-এ আদেশের অন্যথা হলে যে চরম শাস্তি পেতে হতে পারে, এই ইঙ্গিতও রইল। সেই প্রথম আপামর বাঙালী একসাথে কালিপূজার অনুষ্ঠান করে বলে শোনা যায়। বলা হয়ে থাকে যে,এই উপলক্ষে প্রায় দশহাজারটি কালীমূর্তি নির্মিত ও পূজিত হয়। সে সময় দেশে বৈষ্ণব ধর্মের ঢেউ-সেই বৈষ্ণবদের রাস উৎসবের অনুকরণ করে মহারাজ মহাকালীর রাসের প্রচলন করেন, এবং এইভাবে রাসলীলার রসের খেলার মধ্য দিয়ে শুষ্ক আনুষ্ঠানিকতা এবং বামাচারিতার বাধা কাটিয়ে কালিকা হয়ে উঠলেন বাঙালির আপনজন। এরই সাথে নানান সাধকের, বিশেষ করে কমলাকান্ত ও রামপ্রসাদ সেনের গানে

(Continued to pg 11....)

রূপঙ্কর - জয়া ব্যানার্জী

ভরাট সুরেলা গলায় বাংলা, হিন্দি, পুরনো, নতুন, রাগাশ্রয়ী, চটুল গজল, রবীন্দ্রসংগীত, জীবনমুখী গান -স্বকীয় ঢঙে সঙ্গীতের প্রত্যেকটি কোণাকে সমান পারদর্শিতায় ছুঁয়ে যিনি শিকাগোর দূর্গাপূজোর মহানবমীর (শনিবার) সান্ধ্যআসরকে এক অসাধারণ মাত্রা দিয়েছিলেন -- তিনি আর কেউ নন, বাংলার সংগীতজগতের নতুন তারকা -- 'রূপঙ্কর'।

শুরুতেই বাজিমাৎ করেছিলেন রাগাশ্রয়ী গান ''আজ শ্রাবনের বাতাস বুকে দিয়ে''। শিকাগোর শিল্পরসিক শ্রোতাদের গুণী 'রূপঙ্কর'-কে চিনে নিতে এতটুকু অসুবিধে হয়নি। সবমিলিয়ে মোট পঁচিশ-টি গান তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন। তার মধ্যে বাংলা নতুন চলচ্চিত্রের গান এবং বাংলা টি.ভি. সিরিয়ালের শীর্ষসংগীতও বাদ পড়েনি।

এক অদ্ভুত মুন্সিয়ানায় সুরের মায়াজাল বুনে দর্শকের মনকে কখনো নস্ট্যালজিক, কখনো রোম্যান্টিক, কখনো বা শুধুই অনাবিল আনন্দে ভরিয়ে তোলার সাথে সাথে প্রেক্ষাগৃহের প্রায় সমস্ত দর্শকের শরীরকেও উদ্বেল করে তুলেছিল তাঁর গান। 'রূপঙ্কর'-এর গানের এবং গায়কীর বৈচিত্রই (versatility) বোধহয় ছয় থেকে ষাট প্রত্যেককে সমানভাবে আকৃষ্ট করার মূল চাবিকাঠি।

গলার সাথে সাথে গীটারেও তাঁর হাত তুলছিল এক অপূর্ব ঝংকার। 'বন্ধু দেখা হবে' এই ছিল রূপঙ্করের শেষ গান। যদিও মধ্যরাতে শ্রোতাদের মন ছিল তৃষ্ণার্ত, কিন্তু সময়ের অভাবে শিল্পীকে বিদায় দিতে হয়েছে ''আবার দেখা হবে' এই আশাতেই।

(..continued from pg 10) শ্যামা দিনে দিনে দেখা দিলেন একান্ত স্নেহময়ী মাতা রুপে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাবু কালচারের বাবুরা আবার এই পূজায় আনলেন নতুন মাত্রা। তাঁরা ইংরাজ মহাপ্রভুদের এই পূজা উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণ করে আনতে লাগলেন-শুরু হল আলোর রোশনাই আর তুবড়ির খেলা--ক্রমে সে জাঁকজমক বাঙালী সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে উঠল।

কালিকে আজ যেরূপে আমরা পূজা করি, সে রূপের কল্পনা কি করে হল, এ বিষয়ে চমৎকার একটি গল্প শোনা যায়। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সমসাময়িক বিখ্যাত তন্ত্রসাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ এক রাত্রে স্বপ্নে দৈবাদেশ পান, যে পরের দিন ভোর বেলা যে দৃশ্য তাঁর চোখে পড়বে, সেই অনুসারে দেবীর মূর্তি গঠন করে পূজা করতে হবে। পরের দিন রোদ না উঠতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে তিনি দেখেন যে বাড়ীর কালোকোলো ঝিটি পাশের দেওয়ালে ঘুঁটে দিচ্ছে। শীতের হিমেও তার গালে স্বেদের দাগ, কাজ করতে করতে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুখ মুছছে বারেবার, তাই সিঁথির সিঁদুর মাখামাখি সারা কপালময় । এমনি সময় বাড়ির কর্তামশায়কে তার দিকে চেয়ে থাকতে দেখে সে লজ্জায় দাঁত দিয়ে এতখানি জিভ কেটেছে। সেই থেকে বর্ত্তমান কালী মূর্তিরূপের ধারণা গড়েন আগমবাগীশ । গল্পটির সত্যতা কতদূর জানা নেই। কিন্তু মানুষী রূপে কল্পিত না হলেই বা কি আসে যায়!! কালী মূর্তি তো আসলে কোন রূপ নয়-তা অরূপের ইঙ্গিতবাহী। অদ্বৈতবাদীরা তাই তাঁর পূজা করেছেন নানান যুগে। ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী তাঁর রূপের চমৎকার একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

'কালিকাদেবীর অঙ্গবর্ণ কৃষ্ণ--অনন্ত অন্ধকারই কালীর যথার্থ রূপ। আদিতে ছিলেন বলিয়া তিনি আদ্যাশক্তি। আদ্যাশক্তি বলিয়াই তিনি অন্ধকারবর্ণা-----অসীমা তিনি ইহা বুঝাইতে দিগ্বসনা মূর্তি । দুই হাতে পালন করেন, দুই হাতে নিধন করেন।---গলদেশ মুন্ডমালা বিভূষিত। মুন্ড হইতেছে জ্ঞানশক্তির আধার-জ্ঞানরূপ মুন্ডমালায় মায়ের কণ্ঠদেশ আবৃত। জননী ত্রিনয়না-চন্দ্র সূর্য ও অগ্নি তাঁর তিনটি নেত্র। তাঁর বক্ষসুধায় নিখিল জগৎ তৃপ্ত হয়, আবার সাধকেরা সত্য, শিব সুন্দরকে প্রত্যক্ষ করেন।

মহাকালের সঙ্গিনী বলে তিনি মহাকালী রূপে ও পূজিতা হন। সেই রূপে তিনি দশবাহু ধারণ করেন। কিন্তু যেরূপেই তাঁকে পূজা করা হোক, মূলে তিনি চৈতন্যস্বরূপা--হয়তো তাঁকে স্মরণ করেই বাঙালীর কবি রবীন্দ্রনাথ গান গেয়েছেন-'অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো-সেই তো তোমার আলো'। সেই আলো বাঙালীর ঘরে ঘরে আলোর মালায় উৎসবের সাজ নিয়ে আসে বারেবারে।

‘রঙিন পাখি দুষ্টু হুলো’ কেমন হ’ল?

ছোটদের গল্পের বই এর নাম কেন ঠাকুরমার ঝুলি হয়েছিলো সবারই জানা। পুরোনো বাঙালীর সংসারে সব সময়ই একজন বুড়ি ঠাকুমা থাকতেন। যৌথ পরিবারের সব নাতি নাতনিরা এই বুড়ির কাছেই নানান রূপকথার গল্প শোনার জন্যে শীতের রাতে কাঁথা মুড়ি দিয়ে কাঠ হয়ে বসে থাকতো। আমাদের শিকাগোতেও তরুণী বুড়ি, শর্মিষ্ঠা ব্যানার্জী, রূপকথার গল্প পরিবেশনে দক্ষ হয়ে উঠেছেন। এবারে পূজোর রবিবারের আসরে পরিবেশিত হ’ল ক্যালকাটা কয়ারের ‘রঙিন পাখি দুষ্টু হুলো’। এ তো আর এক-আধ জন ছেলে মেয়ে নিয়ে প্রোগ্রাম করা নয়, গুনে গুনে প্রায় চার দশে চল্লিশ জন। তার মধ্যে কয়েকজন তো মনে হ’ল সদ্য হাঁটতে শিখেছে। কিন্তু তাহ’লে কি হবে - ঠিক সময়ে ষ্টেজে আসা, গল্প ও গানের তালে তালে নাচা ও চলাফেরা করা, অভিনয় করা এবং বেরিয়ে যাওয়া, কোথাও বিশেষ কোনো ছন্দপতন হ’ল বলে মনে হ’লনা। নাটকের মাঝে সন্তান হারানোর শোক ও শেষে দুষ্টু হুলোর সাজা, বাচ্চারা নাচ ও অভিনয়ের মাধ্যমে সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলো। সাজসজ্জা তো ভালো হয়েই ছিলো, তার ওপরে সুন্দর আলোকপাত ও পিছনের পর্দার রংবাহারে অনুষ্ঠানটি দৃষ্টিমধুরও হয়েছিলো। সোনায় সোহাগা হ’ল নিখুঁত অডিওতে কলকাতার কল্যাণ সেন বরাটের বাঁধা এবং শ্রীকান্ত, লোপামুদ্রা, শম্পা ও ইন্দ্রাণীর গাওয়া গান। বিএজিসিতে আগে এই ধরনের অনুষ্ঠানই বেশী প্রাধান্য পেতো। এখন কলকাতার নামী দামী প্রোগ্রামগুলোর মাঝে শিকাগোর শিশু-কিশোরদের এই পরিবেশন হারিয়ে তো যায়ইনি, বরঞ্চ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলো।

-অলক ভট্টাচার্য

Clay Oven

This is one of my personal favorite and those who tried, appreciated it. That was the motivation to pen this down for you. Fish Kofta (চিতল মাছের কোফ্তা).

Let’s get the following ingredients. We need about 500 gms fish (চিতল মাছ) pieces, needs to be boneless, 2 big onions, 10—12 green chilies, 1 egg, beaten ,1 lemon, 1 tsp coriander powder ,1 tsp cumin powder, 1/4 tsp turmeric powder, 1 tsp chili powder, 1 tsp ginger-garlic paste, 3-4 tomatoes chopped, Few coriander leaves chopped, Oil for frying.

First Grind the fish pieces in a blender. sure it is smooth. Take out any remainder of the bones. Put this aside. Heat 2 tsp of oil in a pan and fry few chopped onions, chopped green chilies, chopped coriander leaves for a while. Add these to the blended fish. Add salt, beaten egg, lemon juice and mix well. Once done take it out of the blender. Make few roles or meat balls with this mix and put a side.

Put some water in a pan and let it boil. Once the water reaches boiling temperature add a little bit (1 tsp) of oil to it and put the fish rolls in the water. Let it boil for about 15 minutes. Make sure the fish is boiled properly. Once done get it of the water and put a side for few minutes. Then cut the rolls into several pieces as needed. Fry it in hot oil until golden brown. Keep them aside.

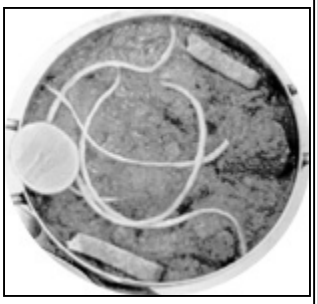

At this point you can serve this as appetizers and it goes excellent with mint chutney and a round of drink. If you want kofta curry put them aside.

Now heat oil in another pan, fry the remaining chopped onions until brown. Also add ginger-garlic paste, coriander powder, cumin powder, chili powder, turmeric and fry for few more minutes. Add the chopped tomatoes. Let it fry for few minutes. Add a little bit of water as needed. At this point add the koftas and let it simmer for few minutes, add little more water and let it simmer for another 10—15 more minutes. Koftas should be nice and tender by now. Take it of the pan and pour everything on a serving dish. Garnish it with chopped coriander leaves. And serve hot with rice or paratha.

If it tastes good that will be because of my recipe, if tastes bad, it means you need a few more cooking lessons. Hope you all enjoy this!

- Sushmita Talukder

Dance Drama .....

(continued from pg 4) Nusrat Fateh Ali Khan. Most of all, this dance drama was a great way to bring all members of the community together, emphasizing its very theme . Even people who didn't "Get it", really did get it by simply enjoying the program. The smooth blending of different forms of entertainment resulted in a jolly good show for all ages.

Different Strokes

Youth Seminar

- Ishara Mondal

On the Sunday of Durga Puja, October 21, 2007, the Bengali Association of Greater Chicago, BAGC, committee organized a seminar to discuss the importance of the youth influence in our present community. The forum was attended by both first and second generation Bengalis. It helped communicate the youth's ideas of pulling others of their generation back to the importance of understanding their (Bengali) culture.

There is a concern in the older generation; younger community members do not understand the significance of their heritage. The seminar helped the younger generation, like me, express their opinions on those worries. Many younger participants appreciate the efforts by our parents, Mashis, and Meshos (first generation) to familiarize us with the traditions that they have learned and brought with them from Bengal. All BAGC events give us a plethora of exposure to Bengali language, literature, customs, arts, and sports. There had been a comment that if the younger generation understood more about the history of Bengal, it would spark their interest. This statement opened my eyes into looking deeper at the origins of my heritage, and also helped me better understand the older generations' urge to instill their values in us. Another younger participant felt strongly about realizing that our present generation will eventually evolve into a new adapted culture-a fusion of American and Bengali positive customs. I think that if more people were to have attended this discussion, and more seminars like this were to take place, our community could continue to grow in knowledge, thrive in culture, and acclimatize to the needs of present generations, as well as those to come.

Meandering Moods...

- Binita Gupta

Like water flowing in a lake
I change my ways and my direction.
I'm sometimes shy, but other times
The sun lets me shine in the sunlight.

Like a dolphin, I am playful and alert,
Jumping around in an energetic manner
With the different fish.

Like the colors blue and red, at time sad
And held in a tight grasp of gloom,
Other times filled with anger or happiness,
But always bright.

Like a slice of pizza, bright with different colors,
Personalities and feelings.

Like an iron, sometimes hot-headed
With frustration or anger,
Otherwise calm and relaxed.

Like rock music, loud and happy,
With greatly joyous happiness
That everyone must feel
At one point in their lives.

Like a book, forever flapping pages,
Adding scenes of realistic events
In my life with pictures.

অনন্যা

মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়

রূপ যদি মা তোমার কালো !
কেমনে তায় ভুবন আলো !
ভয়ঙ্করী নাম যে তোমার -
অভয়া নাম কে দিল আর!
সেজেছ মা মুন্ডমালায় -
জবার মালা কেন পরায়!
সর্ব্ব শিব শুভঙ্করী -
তাই কি চরণ শিরোপরি !
মুখে হাসি, হাতে অসি -
কাটবি কি মা মোর মোহের ফাঁসি?
বরদাভয় দু'টি হাতে -
ভক্তি আশীষ দে মা মাথে।।

Anuronon

- Rajashree Sen

This year Durga Puja's afternoon treat was screening of the much acclaimed and controversial film,"Anuronon" directed by Aniruddha Roy Chowdhury with a stellar cast of Raima sen (Preeti Banerjee), Rahul Bose (Rahul Chatterjee), Rituparna (Nandini) and Rajat Kapoor (Amit Banerjee). This is a creatively directed, ably acted and well crafted movie, chronicling and dissecting two marital relationships at the emotional level including the chance collisions as well as the intentional interactions between the two. The two husbands are cast in black and white –Amit is the overly materialistic, domineering emotionally abusive absentee husband, while Rahul played the creative dreamer, sensitive and caring with constant love and empathy for his depressed wife Nandini still recovering from a past miscarriage with the added burden of permanent infertility. He had however feet of clay and could not resist the intrigue and temptation of interactig with Preeti, a kindred soul-thus widening the existing cracks in his relationship with Nandini.

In the meantime Nandini not only detected and felt Preeti's pain but invited her confidence with an offer of help. The two women seemed to bond together as they both felt *a resonance* with the same man. A generation or more of feminism perhaps inspired Preeti to seek out and solidify the mutual resonance she felt with Rahul even as she rejected Nandini's offer. The film came to a dramatic crisis with the tragic unforseen consequences precipitated by the sudden death of Rahul soon after his tryst with Preeti emphasising that emotional involvement is certainly more dangerous and lasting than mere physical interaction.

The most interesting aspect of the film were the questions it raised about men and women's expectations from marriage and career, their quest for material as well emotional wealth. It also analyses betrayal at the most basic level or was it just a resonating soul responding to a friend in need?

The Year that Passed!

Event	Date	Venue	Highlights
Saraswati Puja	Jan 27	Elgin High School	'Rhythmax', 'Torai Bandha Ghorar Dim', Youth Music Ensemble, 'Lal Kamal Neel Kamal', 'Brown Sugar' , Children's Art Contest, Film: 'Asian Indians in America'
Referendum on NABC	Jan 27	Elgin High School	
Bridge Tournament	April 8	Subrata Banerjee's House	
Nava Varsha	April 14	Elgin High School	Magical Evening of Indian Music: Sandipan Samajpati & Subhen Chatterjee, 'KaalSuddhi' Play by Ethno Media, Half -day long function with 'Bangali' lunch and dinner
Banga Bhavan 1st GBM	April 14	Elgin High School	
Carrom Tournament	Mar 10	Ranit Dhorchoudhury's house	
Bowling Competition	May 20	Brunswick Bowling Alley	
Picnic	June 16	Twin Lakes, Palatine	Double Wicket Cricket, Soccer championship, Boating, Games, Food & Fun in Summer Sun
Double Wicket Cricket	June 16	Twin Lakes, Palatine	
Bengali Summer Camp	June 17 Aug 26	Schaumburg Library	Twenty-eight children learn Bengali language and culture over 10 weeks in a course organized y BAGC teachers
Children's Day	July 21	Cutting Hall	Thirty-five children entertain BAGC audience with a variety of their wonderful talent
FIA Cultural Function	Aug 17	Meadows Club	BAGC children present lively Bengali dances at FIA
Independence Day Parade	Aug 18	Devon Avenue	Three generations of BAGC march in Devon showcasing Bengali heritage to Americans & Indians
Table Tennis Tournament.	Sep 22	Glenview Sports Arena	
Chess Tournament	Oct 6	Sudip Maiti's House	
Tennis Tournament	Oct 13	Prarie Stone Tennis Court	
Mahalaya	Oct 10	On TV	Eminent BAGC musicians and singers present Mahalaya program on TV on multiple days. Mahalaya program released on CDs / DVD s during Durga Puja
Durga Puja	Oct 19-21	Elgin High School	Puja on actual days, Tanushree's Dance, Subhamita's Musical Odyssey, Rupankar Live, 'Anuranan', Kaya Band, 'Bombaiyer Bombete', 'Sanghaat Shaanti', 'Chor', 'Rangeen Paakhi', Children's Choir, Seminar on 2nd Gen, Banga Bhavan presentation, Sunday Dinner for first time
Kali Puja	Nov 17	Bartlett High School	Arindam & Rajesh's Musical Voyage; Shamit Live in Concert, Elections, BB Presentation & Decision
Banga Bhavan 2nd GBM	Nov 17	Bartlett High School	

Born

- Shayoni Basu – **12./29/06**
- Anisha Madhavan Bose – **02/03/07**
- Jayen Lal Datta – **04/28/07**

Married

- Auveek Basu wed Erica Juday 12/24/06
- Konica Mitra wed Greg 8/18/07

Immortalized

- Shantimoyee Bose **10/10/06**
- Birendra Banerjee **03/21/07**
- Debesh Roy Chowdhury **03/14/07**
- Amar Jha **05/29/07**

Graduated

- Simita Bose - MBA from Harvard
- Priam Dutta graduated from Yale Law
- Graduated from school – Neil Chatterjee, Deepika Chaudhuri, Monica Yang, Varun Yeldandi, Siddharth Biswas, Swaraj Banerjee, Neelanjan Evans

Honored

- Dr. Ananda Chakrabarty - Padma Bhushan
- Dr. Biswanath Datta –Award for contri -bution in Control System Design at IIT KGP.
- Dr. Anjali Bhattacharya – Best Teacher award by College of Dupage County
- Dr. Abhijit Gupta –Teacher of the Year Prize
- Anindita Mukherjee – CNBC TV interview
- Dr. Prithviraj Banerjee – named Sr. VP, HP
- Dr. Maduvanti Ghose - appointed Curator of Art Institute
- Ashmani Jha – finalist in Chicago Bel Canto Opera Competition

** Omissions, if any, are unintentional and regretted*

XTTRIUM LABORATORIES

XTTRIUM LABORATORIES, INC.

Bringing Quality Professional Products to Retail

Dyna-Hex2®

2% Chlorhexidine Gluconate

Antimicrobial Skin Cleanser

Founded in 1932, Xttrium is a leading supplier of antimicrobial to US Hospitals. Xttrium is the major supplier of FDA approved 2% and 4% Chlorhexidine Gluconate (CHG Solution), the most effective known antimicrobial for surgical scrubbing.

Dyna-Hex2 (2% Chlorhexidine Gluconate) has rapid and persistent action against a wide range of organisms. The combination of fast, broad spectrum action with long lasting persistence makes Dyna-Hex2 markedly different from other commonly used products.

Dyna-Hex2 advantages:

PERSISTENCE:

CHG chemically binds to the epithelial surfaces of the skin, thus creating a persistent and residual effect not seen in alcohol, iodine and other skin disinfectants.

EFFECTIVENESS:

In the presence of blood:

CHG continues to be effective in the presence of organic substances, unlike iodine, which is inactivated under these conditions

BROAD SPECTRUM

CHG is effective against gram negative and gram positive bacteria as well as fungi and yeasts.

NON TOXIC:

It is well documented that there is negligible potential for absorption through intact skin. CHG is not intended for use in or around the eyes or ears. When used as directed, CHG is a very safe antimocrobial.

HIGH LOG 10 REDUCTION:

CHG strongly interacts with the negatively charged bacterial cell, achieving an exceptionally high reduction in microbial counts on the skin.

FAST ACTING:

CHG acts quickly, a property that is critical for effective infection control.

For more information call:

800.587.3721

or visit us online at: **www.xttrium.com**

Bengali Association of Greater Chicago

1157 East Patten Drive, Palatine IL 60074

To:

Kali Puja Venue

Date: November 17th, 2007

Bartlett High School

29W701 Schick Road

Bartlett

IL 60103

Directions :

From I 90 W take 59 South, after approx. 8miles take a left on Schick Rd, drive approx. 1 mile. The school is on the right hand side .

From I 88 take 59 North, take right on Schick Rd, drive approx. 1 mile. The school is on the right hand side .

2008 Kali Puja Schedule

Registration Starts	**2:30 PM**	**Commons Area**
Tea	**2: 30 PM**	**Commons Area**
General Body Meeting	**3:00 – 5:00 PM**	**Auditorium**

President's Speech & Treasurer's Report
Banga Bhavan Presentation
Q&A Session
Special Funds Committee 2008
By Laws Committee for 2008
Executive Committee 2008

Children's Movie	**3:00 – 5:00 PM**	**Classroom**
Snacks	**5:00 – 6:00 PM**	**Commons Area**
Kali Puja & Anjali	**5:00 – 6:30 PM**	**Commons Area**
Cultural Program: Part 1	**6:30 – 8:00 PM**	**Auditorium**

'Sopan' - Arindam and Rajesh's Musical Voyage (ex-Chandrabindoo)

Dinner	**8:00 – 9:30 PM**	**Commons Area**
Cultural Program: Part 2	**9:30 – 11:00 PM**	**Auditorium**

'Live in Concert' Shamit (of Sony TV's 'Fame Gurukul')

Our Sincere thanks to Our Diamond Sponsor XTTRIUM LABORATORIES, Gold Sponsor AXA and sponsor Illinois Arts Council.